শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে দেশে সৃষ্ট উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারী নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীকে খাদ্যদ্রব্য ও আনুসাঙ্গিক সহায়তা প্রদানের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভার সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
সভার সঞ্চালক	:	প্রকৌশলী তাকসিম এ খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, ঢাকা ওয়াসা।
সভার স্থান	:	শীতলক্ষ্যা হল, ঢাকা ওয়াসা কনফারেন্স সেন্টার, ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়	:	০৬ এপ্রিল ২০২০, বেলা: ১১.০০ টা।
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক (সংযুক্ত)।

১. **আলোচনা:**

১.১ সঞ্চালক; মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার শুরুতে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সবাইকে পরিচিত হওয়ার আহবান জানান এবং পরিচয় পর্ব শেষে মাননীয় মন্ত্রীকে তাঁর সূচনা বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ করেন।

১.২ সভার শুরুতেই মাননীয় সভাপতি সভায় উপস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মাননীয় মেয়র, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউএনডিপি, এনজিও ব্যুরো, ব্র্যাক, WaterAid, দু:স্থ স্বাস্থ্য সংস্থা, সাজিদা ফাউন্ডেশন এবং শক্তি ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি সহ সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এনজিওগুলো বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্যোগকালীন সময়ে অনেক অবদান রাখে। বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে করোনা ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তার বিরূপ প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিস্তার হতে যাচ্ছে। এরূপ অবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশব্যাপী সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সমাজের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার সমূহ দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রকট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। উক্ত সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তথা এনজিও, সামাজিক সংগঠন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তি পর্যায় থেকে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রসাশকের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলার অধীনে উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও এর নেতৃত্বে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে ও ওয়ার্ড পর্যায়ে মেম্বারদের নেতৃত্বে কমিটি করা হয়েছে। অন্যদিকে পৌরসভাগুলোতে পৌর মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলারগণের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে ত্রাণ বিতরণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ঢাকা শহরে জেলা প্রশাসনের অধীনে অন্যান্য জেলার মতো উপেজেলা বা উপজেলা প্রশাসন না থাকায় দুর্যোগকালীন সময়ে সিটি কর্পোরেশন, এনজিও এবং ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হলে সুবিধাভোগীরা বেশি উপকৃত হবে এবং সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত হবে। সেজন্য মাননীয় সভাপতি সকল এনজিও প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানান এবং একই সাথে তিনি বলেন যে, করোনা ভাইরাস জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে এনজিওগুলো বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তিনি আরও বলেন সংকটকালীন সময়ে কোন মানুষ যেন কষ্ট না পায় এই ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তা কি করে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সে লক্ষ্যে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওগুলোর অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে করোনা ভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আজকের সভা আহবান করা হয়েছে।

১.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যের শুরুতে এ ধরণের একটি সভা আহ্বান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকার গৃহীত দেশব্যাপী বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এতদসংক্রান্ত সকল সহায়তা মাননীয় মেয়রগণের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ দায়িত্ব পালন করছেন।

১.৪ ব্র্যাক এর পরিচালক করোনা সংকট মোকাবেলায় মাননীয় মন্ত্রীর ইচ্ছায় এ রকম আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ব্র্যাক এক লক্ষ পরিবারকে নগদ সহায়তা প্রদান করছে। এজন্য তারা নিজেদের প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারিদের মাধ্যমে তালিকা প্রণয়ন করে তা স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা যাচাই করে চূড়ান্তকৃত তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারকে পনের দিনের জন্য পনেরশত টাকা করে সহায়তা প্রদান করছে। তারা এ লক্ষ্যে একটি এ্যাপস ডেভেলপ করার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে যা সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ব্র্যাক প্রতিনিধি আরো উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি তারা নারায়ণগঞ্জে দু:স্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে, ফলে পরবর্তী বিতরণ কার্যক্রম উবার, ফুড পান্ডার মাধ্যমে পরিচালনার বিষয়ে প্রস্তাব প্রদান করেন।

১.৫ জনগণের দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এনজিওগুলোকে সভায় আহবান করায় সাজিদা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর এনজিও "আমরাও মানুষ" প্রকল্পের মাধ্যমে পথবাসীদেরকে খাদ্যসহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে এবং এ কাজে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলদের সাথে সমন্বয় করে কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই ধরনের জনগোষ্ঠীর অনেকেরই কোনো এনআইডি নেই বা বিকাশ হিসাব নেই। সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ এ্যাপ ডেভেলপ করা এবং ম্যাপিং দ্রুত করার জন্য তিনি তাগিদ দেন। এছাড়াও সহায়তা সামগ্রীর মধ্যে তিনি কাপড় কাচা এবং গায়ে মাখা সাবান প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সিটি কর্পোরেনের সাথে সমন্বয় সাধন করে খাদ্য এবং হাইজিন প্যাক সরবরাহ করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি আরো উল্লেখ করেন ঢাকা শহরের বাড়ি/ঘরের মালিকদের ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয় বিভিন্ন ধরনের ঋণ পরিশোধসহ অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে কারণে সরকার বা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাড়ি/ঘরের মালিকদেরকে ভাড়াটিয়ার ভাড়া মওকুফের জন্য কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করলে উক্ত বিষয়টিও বিবেচনায়ে রাখতে বলেন।

১.৬ এ জাতীয় একটি ব্যতিক্রমী সভার আয়োজন করায় WaterAid এর দক্ষিণ এশীয় পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, WaterAid দেশব্যাপী ওয়াশ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাঁর মতে ব্র্যাক ঢাকা শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর একটি জিআইএস ম্যাপিং প্রস্তুত করার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা শহরের নিম্ন আয়ভূক্ত জনঅধ্যুষিত এলাকা সমূহে মাইগ্রেশনের হার অত্যন্ত বেশী। তাঁর মতে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থ সহায়তায়ই বেশি উপযোগী কিন্তু উক্ত জনগোষ্ঠীর সকলের বিকাশ একাউন্ট নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন পরবর্তীতে এনআইডি ভিত্তিক একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যেতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ বসে আছেন। তাদেরকে সহায়তা প্রদান কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু উক্ত সহায়তা এনজিও চ্যানেলেই প্রদান করার জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। WaterAid এর দক্ষিণ এশীয় পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতে যেখানে মানুষের খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন হচ্ছে সেখানে রাস্তার কুকুরগুলো খাদ্য পাচ্ছে না। ফলে এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে কুকুরগুলো অনেকটা পাগলাটে হয়ে গিয়ে মানুষের ওপর আক্রমণ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে জলাতংক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে। তাঁর মতে বাড়িওয়ালা কর্তৃক ভাড়াটিয়ার ভাড়া মওকুফের জন্য সরকারি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে।

১.৭ সরকারের এহেন কর্মকান্ডের সাথে পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার জন্য দু:স্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ডিএসকে এর নির্বাহী পরিচালক মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন তাঁর প্রতিষ্ঠান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রায় সকল বস্তি এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কিছু কিছু বস্তিতে সিবিও এর সহযোগিতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে তাঁর প্রতিষ্ঠান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অতিদরিদ্র দুই হাজার পরিবার চিহ্নিত করেছেন; যাদেরকে ডিএসকে এর নিজস্ব তহবিল থেকে চলতি সপ্তাহের শেষ দিক হতে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে। তাঁদের প্রণীত তালিকা সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলারের মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং উক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকাশ্যে টাংগিয়ে দিয়ে সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১.৮ উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার নিমিত্তে সভা আহবান করার জন্য UNDP এর আরবান ম্যানেজার মাননীয় মন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্প National Urban Poverty Reduction Project এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের ঘরে ঘরে সহায়তা প্রদানের কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে।

১.৯ মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে WaterAid এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তাঁর বক্তব্যে এ ধরণের কার্য পরিচালনার জন্য একটি ইউনিক ডাটাবেজ এবং জাতীয় পরিচয় পত্র নির্ভর ট্রাকিং সিস্টেম প্রস্তুত করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে অবশ্যই যেন সাবান অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১.১০ দেশের এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সভা আহবান করার জন্য এনজিও ব্যুরোর ডিজি মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই ধরনের কার্যক্রমে এনজিও এর অন্তর্ভূক্তি এবং যথাযথ ডাটাবেজ থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

১.১১ ঢাকা শহরের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে এনজিওগুলোর অংশগ্রহণে সভা আহবান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এনজিও কার্যক্রম কিছু সুনির্দিষ্ট এলাকায় পরিচালিত হয়। উক্ত এলাকার বাহিরে সাধারণত তাঁরা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। তিনি ঢাকা শহরের সকল নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠির একটি ডাটাবেজ থাকার গুরুত্বারোপ করেন।

১.১২ প্রকল্প পরিচালক, Urban Primary Health Care Project মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর প্রকল্প থেকে PSTC, আহছানিয়া মিশনসহ আরো কিছু এনজিও এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে ওভারলেপিং পরিহারের জন্য এ্যাপস অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু তা তৈরী করা সময় সাপেক্ষ।

১.১৩ করোনা সংকট মোকাবেলায় নিম্ন আয়ের মানুষদের সহযোগিতা করার লক্ষ্য নিয়ে সভা আহবান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে সাম্প্রতিককালে যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশী দেশে ফিরেছেন তাদের যথাযথ হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা এবং তাদের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে এনজিওগুলো যৌথ অংশগ্রহণে কাজ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

১.১৪ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন আগামী ১৫ মে ২০২০ তারিখ থেকে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা থাকলেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি ব্যাপকভাবে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছেন। সভায় তিনি তার এতদসংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং সামনের দিনগুলোতে আরো ব্যাপকভাবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

২. **সিদ্ধান্ত:**

২.১ উপস্থিত সকলের বক্তব্য এবং পরামর্শক্রমে সভাপতি মহোদয় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

(ক) উভয় সিটি কর্পোরেশনের অধিনস্থ সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ নিজেরা আহবায়ক এবং ১ জন এনজিও প্রতিনিধিকে সদস্য সচিব এবং আরো ২ জন এনজিও প্রতিনিধি, ৩ জন মসজিদ কমিটি ও আবাসিক এলাকার বিভিন্ন কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং ঐ এলাকার ৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবেন। উক্ত কমিটি ঐ ওয়ার্ডকে ১০ ভাগে বিভিক্ত করে আরো ১০টি উপ-কমিটি গঠন করবে। সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত উপ-কমিটি গঠিত হবে।

(খ) উক্ত উপ-কমিটি, কাউন্সিলারের নেতৃত্বের কমিটির দিকনির্দেশনায় ও উপ-কমিটির ব্যক্তিবর্গের স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা অসহায় ব্যক্তিগণের সুনির্দিষ্ট তালিকা করে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাপ্ত অনুদান তালিকা অনুযায়ী পৌঁছে দিবেন; যাতে করে কোন ব্যক্তি একাধিকবার আবার কেউ একবারও না পাওয়ার অভিযোগ সীমিত হবে।

(গ) কমিটি গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটি এলাকায় এনজিও, সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে বর্তমানে যারা যেভাবে অনুদানের কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন তা আইন বহির্ভূত না হলে অব্যাহত থাকবে এবং কমিটি গঠিত হওয়ার পর উল্লেখিত কমিটিগুলোর মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(ঘ) নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা অসহায় ব্যক্তিগণের সুনির্দিষ্ট তালিকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে এবং কাউন্সিলারগণের অফিসে সংরক্ষিত থাকবে; যাতে করে ভবিষ্যতে ডাটাবেজ অনুযায়ী মানুষের কাছে উপস্থিত না হয়ে সাহায্য পৌঁছে দেয়া যায়।

সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে এনজিও যেখানে বেশি সক্ষমতার সাথে কাজ করছে, স্ব স্ব এলাকার বাসিন্দাদের ডাটা নিয়ে সমন্বিতভাবে ব্র্যাক এর অনুরূপ একটি এ্যাপস তৈরীর দায়িত্ব এনজিওগুলোকে দেয়া যায়।

(ঙ) কাউন্সিলারগণ উল্লেখিত কমিটি ও উপ-কমিটি ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখের মধ্যে গঠন করে স্ব স্ব মেয়রগণের নেতৃত্বে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন।

(চ) মাননীয় মেয়র তাঁর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সমস্ত কর্মকান্ড তদারকি করবেন। প্রয়োজনে তিনি নিজ উদ্যোগে কাউন্সিলার ও এনজিও প্রতিনিধির সাথে সভা করবেন এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

(ছ) উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধিগণের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে, মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশনের সাথে যে কোন জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য জনাব কে. এ. এম. মোরশেদ, পরিচালক, ব্র্যাক এবং ড. খায়রুল ইসলাম, আঞ্চলিক পরিচালক, WaterAid এই দুজনকে এনজিওগুলোর পক্ষে Focal Person হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(জ) উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণান্তে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/৪/২০২০

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
সভাপতি ও
মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০০৪.২০. ৪৫১

তারিখ: ২৩ চৈত্র ১৪২৬
০৬ এপ্রিল ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল অনুবিভাগ), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
৫. প্রকল্প পরিচালক, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, নগর ভবন, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্লট- ই-১৩/বি, আগাঁরগাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৮. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২/.....), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১১. Resident Representative, UNDP Bangladesh, UN Offices, 18th Floor, IDB Bhaban,Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207, Bangladesh
১২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যাক, ৭৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
১৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **WaterAid Bangladesh**, ৯৭/বি, রোড-২৫, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
১৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **সাজিদা ফাউন্ডেশন, অটবি সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা), প্লট-১২, ব্লক-CWS, গুলশান দক্ষিণ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।**
১৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **শক্তি ফাউন্ডেশন, বাড়ি-৪, রোড-১, ব্লক-এ, সেকশন-১১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬।**
১৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **দু:স্থ স্বাস্থ্য সংস্থা।**

এ কে এম মিজানুর রহমান
০৬/০৪/২০২০
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd